নারীর স্বাধিকার ।

দেশ উন্নয়নের সাথে আজকাল নারীর স্বাধিকার শ্লোগানটি ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে । কিন্তু বাস্তবতা হলো নারী স্বাধিকারের ধারনা ও তার অর্ন্তনিহিতার্থ এখন পর্যন্ত বিমূর্ত থেকে গেছে । শিক্ষা, কাজের সংস্থান এবং সমাজ ও রাজনীতিতে যথাযথ ভাবে অংশ গ্রহন করলেই নারী স্বাধীনতা নিশ্চিত হয় না ।

বাংলাদেশের বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা এবং ত্বরান্বিত বাজার অর্থনীতির উপদ্রবকৃত অনৈতিক রাষ্ট্রীয় শাসন, ঢিলেঢালা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা এবং কালো-টাকা প্রভৃতি নারীর স্বাধিকার ও ক্ষমতায়ণকে বিদ্রুপে পরিণত করেছে । এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশের প্রগতিশীল নারী সংগঠনগুলি নিরাশ না হয়ে পিতৃ সম্পত্তির সমাধিকার, যৌতুক প্রথা বিলুপ্তি, জরায়ুর স্বাধীনতা, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ক্ষমতায়ণ এবং সংসদে সম-প্রতিনিধিত্বের জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছেন । তারা উপলব্দি করতে পেরেছেন, রাষ্ট্রীয় শাসন ও ব্যবস্থাপনা থেকে রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল লুটেরা শ্রেনীকে উৎখাত করা সম্ভব না হলে, নারীর কোন দাবীদাওয়াই বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না । তাই উৎখাত আন্দোলনের প্রথম ধাপ হিসাবে প্রগতিশীল নারী সংগঠনগুলি সংসদে সম-প্রতিনিধিত্বের দাবী উত্থাপন করেছেন, যারা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন । জোট সরকার দাবীটির প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষন করে । অন্যদিকে বিরোধী দল - ধরি মাছ, না ছুই পানি, মনোভাব দেখিয়ে চলছে ।

বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এবং বাংলাদেশ জোট সরকারের শাসন ব্যবস্থায় নারী পীড়ণ ও তার প্রতি মানবাধিকার লঙ্ঘন বৃদ্ধি এবং ক্রমাগত ভাবে তার ক্ষমতা হ্রাসের কারনে সংসদে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত নারীর সম-প্রতিনিধিত্বের দাবীর প্রয়োজনীয়তা আরো জোড়ালো ভাবে দেখা দিয়েছে । কিন্তু অধিকাংশ মানুষ নারীর ক্ষমতায়ণ বিষয় ক্ষীণ ধারণা পোষণ করেণ । এমনকি যারা নারী আন্দোলনের সাথে জড়িত, তারাও বিষয়টি নারীর রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের সাথে নারী শিক্ষা বিষয়টি গুলিয়ে ফেলেন । তাই বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রয়োজন ।

শ্রীলঙ্কায় নারীর শিক্ষার হার পুরুষের সম-পর্যায় (৮১.১:৯০.১), কিন্তু সংসদে তার প্রতিনিধিত্ব মাত্র ৪.৪ শতাংশ । ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্ব উচ্চ পদ নারীরা অলঙ্কৃত করেছেন এবং বর্তমানে কোন কোন দেশে করছেন, কিন্তু ঐ সকল দেশে নারীর প্রতি সামাজিক মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটেনি । বাংলাদেশ জোট সরকারের প্রধান একজন নারী হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ও বৈষম্য উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে । তাই দেখা যাচ্ছে সমাজ ও রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন ছাড়া নারীর স্বাধিকার অর্জন সম্ভব নয় ।

যেহেতু জনগণের অর্ধেক হলো নারী, তাই বর্ণিত এই গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারনী ফোরাম সংসদে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত নারীর সম-প্রতিনিধিত্ব থাকা অতীব প্রয়োজন । বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এই লক্ষ্যে কাজ করে চলছে ।

রাজনীতি ও সমাজ পরষ্পর সম্পর্কযুক্ত, নির্ভরশীল এবং অবিচ্ছেদ বিষয় । স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ন্যায় বিচার যেমন সামাজিক ইস্যু, তেমনি এগুলি রাজনৈতিক ইস্যুও । তাই সমাজ সংস্কার বা পরিবর্তন করতে হলে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা প্রয়োজন । বর্তমান মানব জ্ঞান অনুযায়ী

মাস্তান, কালো-টাকা এবং সরকারি প্রভাব মুক্ত নির্বাচন হলো গণতান্ত্রিক উপায় জনগণের মত প্রকাশের উত্তম পন্থা । নারী তার নিজস্ব দাবী নিয়ে জনগণের কাছে উপস্থিত হবেন এবং নির্বাচিত হয়ে, উক্ত দাবীদেওয়া সংসদে উপস্থাপন এবং আলোচনার মাধ্যমে পাশ করিয়ে, সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হলো গণতান্ত্রিক পন্থা । কিন্তু বিদ্যমান ব্যবস্থায় নারীর জন্য সংরক্ষিত সীমিত আসনে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলি সমানুপাতিক হারে নারী প্রতিনিধি মনোনীত করেন, যাদের নিজ দলের শোভা বৃদ্ধি করা ছাড়া, সংসদে আর কোন কাজ থাকে না । ঐ সকল নারীরা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন না এবং জনগণের কথাও বলতে পারেন না ।

সেতারা হাশেম ০২/২৮/০৬